CBCS B.A. HONS -POLITICAL SCIENCE

SEM-VI : DSE3T: Citizenship in a Globalizing World
TOPIC: IV. Citizenship Beyond the Nation-state: Globalization and Global Justice
দেশ-রাষ্ট্রের বাইরে নাগরিকত্ব: বিশ্বায়ন এবং বিশ্ব ন্যায়বিচার

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

ভূমিকা:

ইতিহাসের পথ বেয়ে 'নাগরিকতা' (Citizenship)-র ধারণা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, দর্শন ভাবনায়, আইনশাস্ত্রে এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় সবিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। সেই প্রাচীন গ্রীসের 'নগর-রাষ্ট্র' (City-states)-এর সদস্যপদের ধারণা থেকে বিকশিত ও বিতর্কিত হয়ে ইতিহাসের নানা কালপর্বে সময়ের দাবিতে তা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিশ্বায়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রেক্ষিতে 'নাগরিকতা' আলোচনার এক বৃহত্তর পরিসর তৈরি করেছে। এই পরিসরে বিবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জটিলতাও বেড়েছে এবং ফলস্বরূপ নাগরিকত্ব ও তার বৈচিত্র এখন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়ন জাতীয়তাবাদ এবং দেশ-রাষ্ট্রকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। বিশ্বব্যাপী অভিবাসন বহু দেশ-রাজ্যে বর্ণ, জাতিগত, সাংস্কৃতিক এবং ভাষার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে।

নাগরিকত্বের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

বিশ্বায়নের প্রভাবের অধীনে স্বতন্ত্রতা ধরা পড়ে এবং জাতীয় সীমানা কম গুরুত্বপূর্ণ হয়। ফলস্বরূপ, এই উন্নয়নগুলি একটি আঞ্চলিক জাতি-রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত ভিত্তিক নাগরিকত্বের traditionalতিহ্যগত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের গঠন এবং তাদের সদস্যপদের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ, অর্থাত্ নাগরিকত্বের প্রশ্নটি বহুগুণ, প্রান্তিককরণ, অন্তর্ভুক্তি এবং বর্জন সম্পর্কিত মূল প্রশ্নগুলির অন্বেষণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বায়নের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিকশিত হওয়া নাগরিকত্বের নতুন ও প্রসারিত রূপগুলির উত্থানের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া উচিত। বিশ্বায়ন দেশ-রাষ্ট্রকে নাগরিকত্ব ও গণতন্ত্রের একমাত্র কর্তৃত্বের উত্স হিসাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এটি আধুনিক নাগরিকত্ব-আঞ্চলিকতা, পরিচয়, স্বজনতা এবং আনুগত্যের আশেপাশের থিমগুলিকে পরিকল্পিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এই অত্যন্ত জটিল এবং গতিশীল বিশ্ব বিশ্বায়নের দ্বারা বোঝা যায় না যে 'স্থানীয়' এবং 'জাতীয়' 'বিশ্বব্যাপী' র অধীনস্ত। বরং এটি রাজনৈতিক, প্রক্রিয়াটিকে আরও বিস্তৃত করার পাশাপাশি এই জাতীয় অর্থে যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বব্যাপী ইভেন্টগুলি ক্রমাগত ইন্টারঅ্যাক্ট করে এবং নিয়মতান্ত্রিক পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার ফলশ্রুতি দেয়

মহামন্দার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কিনেশিয়ানিজম প্রস্তাব করেছিল যে রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক দক্ষতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রচারের জন্য অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত। মূলত

মূলত কেনেসিয়ানবাদের ভিত্তিতে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কল্যাণ রাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তর অংশে প্রধান মডেল হয়ে ওঠে। কিন্তু 1970 এর দশকের শেষের দিকে অর্থনৈতিক সংকট এবং কেনেসিয়ান দৃষ্টান্তের বিভাজনের ফলে নিও-উদারপন্থার দ্বারা পরিচালিত মুক্ত বাজারের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। এটি দিয়ে বিশ্বায়নের সমসাময়িক পর্ব শুরু হয়েছে। 1990 এর দশকে ওয়াশিংটন ঐকমত্য সমকালীন (অর্থনৈতিক) বিশ্বায়নের অন্তর্নিহিত কাঠামোতে পরিণত হয়েছিল।

সমসাময়িক বিশ্বায়ন বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংহতকরণের একটি তীব্রতা রয়েছে এই অর্থে নিবিড় বা গভীরতর ধাপ হিসাবে পরিচিত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়া এবং বিকাশ এই বৈশ্বিক আন্তঃনির্ভরতা, যেহেতু শীতল যুদ্ধের উত্থানের সুবিধার্থে; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার এবং আধুনিক ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির আন্তঃদেশীয় চরিত্র; প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ বিপ্লব; পলিটিকো-আদর্শিক কারণগুলি, যেমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতনের কারণে পশ্চিমা-উদারনৈতিক রাজনৈতিক মূল্যবোধ বা উদার গণতন্ত্রের বিস্তার; একটি আন্তঃদেশীয় রাজনৈতিক ধর্ম হিসাবে ইসলামের উত্থান; এবং সাধারণ রাজনৈতিক ও পরিবেশগত সমস্যা যেমন সন্ত্রাসবাদ, অ্যাসিড বৃষ্টি, ওজোন হ্রাস এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

নাগরিকত্বের মার্শালিয়ান তত্ত্বটি নতুন বিভাগে-অভিবাসী, অতিথি কর্মী, শরণার্থী এবং অন্যান্য মোবাইল গ্রুপগুলিতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে - যা সমসাময়িক বিশ্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত। এই নতুন ফর্মগুলি নাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের মার্শালিয়ান নাগরিকত্ব ট্রিলজি অতিক্রম করে এবং চলাফেরার নাগরিকত্ব জড়িত (অন্যান্য স্থান এবং সংস্কৃতির দর্শনার্থীদের অধিকার এবং দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত), সংখ্যালঘু নাগরিকত্ব, সাংস্কৃতিক নাগরিকত্ব (সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণের অধিকারের সাথে জড়িত), বাস্তুসংস্থানীয় নাগরিকত্ব (পৃথিবীর নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব জড়িত), ডায়াস্পোরিক নাগরিকত্ব (ডায়াস্পোরদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কিত) এবং সাইবার নাগরিকত্ব (নেটিজেনদের অধিকার এবং কর্তব্য জড়িত) মার্শালিয়ান নাগরিকত্ব ট্রিলজি বিপরীতে, জাতি-রাষ্ট্রের সদস্যপদ লাভের আশেপাশে সংগঠিত, এই বিকল্প ধারণাগুলি 'প্রবাহের নাগরিকত্ব' হিসাবে বিবেচিত হতে পারে যা জাতীয় সীমানা জুড়ে অভিবাসী, দর্শনার্থী, সংস্কৃতি এবং ঝুঁকির প্রবাহের কারণ এবং পরিণতির সাথে সম্পর্কিত।

অর্থনৈতিক শর্তে নাগরিকত্ব: নাগরিক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে যে জনগণের ফিলোসফি হিসাবে নব্য-উদারপন্থবাদ এই দাবিকে ভিত্তি করে যে জনসেবায় বিতরণ করার ক্ষেত্রে বাজার রাষ্ট্রের চেয়ে ভাল। ফলস্বরূপ, এটি জনসাধারণের কাছ থেকে বেসরকারী এবং রাজ্য থেকে বাজারে জোর দেওয়ার এক পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। সুতরাং, এটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নাগরিকত্বের

ধারণা দেয়; নাগরিকরা তাদের বাজারের অবস্থান বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেয় এমন পার্টি বা প্রোগ্রামের সন্ধান করে ভোক্তায় রূপান্তরিত হয়। মাইকেল ওয়ালজারের কথায়, তাদের রাষ্ট্রের প্রয়োজন কিন্তু এর সাথে নৈতিক সম্পর্ক নেই, বা তারা কেবল এটির সাথে কোনও সংযুক্তি বিকাশ করে না।

নাগরিকদের অংশগ্রহণমূলক অধিকারের চেয়ে সম্পত্তি মালিকরা প্রাধান্য পেয়েছেন। নব্য-উদারপন্থী মডেল যেহেতু এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন যে নাগরিকত্ব একটি সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থানের তুলনায় স্বাধীন একটি মর্যাদা লাভ করে, সম্পত্তি মালিকদের অধিকার সংরক্ষণকে জাতীয় ও বিশ্বব্যাপী নাগরিকের অংশগ্রহণমূলক অধিকারের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এটি সরকারী নাগরিকত্ব থেকে একটি বড় পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যায়, যা সরাসরি জাতি-রাষ্ট্র দ্বারা সরবরাহ করা হয় এবং বাধ্যতামূলক কর, বীমা এবং অংশীদারিত্বের অধিকারের উপর ভিত্তি করে এক ধরণের ভোক্তার নাগরিকত্বের উপর নির্ভর করে, বিভিন্ন বিবিধ সংস্থা, দেশ-রাষ্ট্র, বৈশ্বিক সংস্থা, এনজিও দ্বারা সরবরাহ করা হয় , ভোক্তা সংস্থা এবং মিডিয়া।

যেহেতু রাষ্ট্রগুলি বৈশ্বিক মূলধনের গতিশীলতার চাপে নব্য-উদারবাদী বা বাজার-বান্ধব নীতি গ্রহণ করে, তাই তারা কেনেসিয়ান পরবর্তী অর্থনৈতিক নীতিগুলি- বেসরকারীকরণ এবং শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণহীনতা, সামাজিক সামগ্রীতে কম পাবলিক ব্যয় এবং করের নিম্ন স্তরের দিকে এগিয়ে যায়। নাগরিকত্বের জন্য এর দুটি বড় পরিণতি রয়েছে: প্রথমত, একটি রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরকে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির ওঠানামা প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে না যার উপর তার কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নেই। দ্বিতীয়ত, মার্শালিয়ান সামাজিক অধিকারগুলি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে কারণ নব্য-উদারনীতিবাদের যুগে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে রয়েছে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করতে অক্ষমতা বৈষম্যের নতুন স্কেল তৈরি করে এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে নাগরিকদের জীবনের অর্থ প্রদানে অক্ষম করে তোলে।

উপরোক্ত দুটি কারণের ফলে রাষ্ট্রীয় বৈধতা বা তার নাগরিকের প্রতি আনুগত্যের প্রতি অনুগত আনুগত্যের ক্ষয় এবং সামাজিক সংহতি ও নাগরিকত্বের অবনতি ঘটেছে। এগুলি ভোটদানের উদাসীনতা, রাজনীতিবিদদের অবিশ্বাস, প্যাসিভিটি এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রত্যাহার এবং জনসমাজের ক্ষেত্রের পতনের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় নাগরিকদের পক্ষ থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা মূলহীন হওয়ার সাধারণ অনুভূতি জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতা, উপজাতিবাদ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বিশেষ পরিচয়গুলির প্রতি বৃহত্তর সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করে যেহেতু নব্য-উদারনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে দেশগুলির পাশাপাশি অসাম্য ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পায় তাদের, 'নীচ থেকে বিশ্বায়ন', - 'অন্তর্ভুক্ত নাগরিকত্ব' এবং জনগণের আওয়াজকে যেভাবে নীরব করা হয়েছে তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রতিরোধ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির তীব্রতা ঘটেছে।

আন্তঃসীমান্ত সাংস্কৃতিক প্রবাহ পরিচয়ের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনছে। যখন সমস্ত জায়গার লোকেরা অন্যান্য সংস্কৃতির মূল্যবোধের সংস্পর্শে আসে, তখন ভৌগোলিকভাবে স্থির জাতীয় পরিচয় ক্রমশ ক্ষয় হয়। ফলস্বরূপ, সর্বজনীন সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলির উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতির উত্থানের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য কিছু লক্ষণ রয়েছে, সেখানে জীবনধারা এবং মান অভিমুগ্ধতার বৈচিত্র্যের সাথেও পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা রয়েছে। সুতরাং সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের পরিচয় গঠন, লিঙ্গ, বর্ণ, বাস্তুশাস্ত্র এবং অন্যান্যদের সাথে যুক্ত বিভিন্ন নতুন পরিচয় তৈরি এবং পুনরুদ্ধারে বহুবিধ প্রভাব ফেলে।

গ্লোবাল সিভিল সোসাইটি এবং সাইবারস্পেস:

এই নতুন পরিচয়গুলি বিশ্বব্যাপী নাগরিক সমাজ এবং সাইবারস্পেসে দৃঢ় প্রকাশের সন্ধান করে। সরকারী পাবলিক স্পেস সঙ্কুচিত হওয়ায় এই দুটি এজেন্ট নাগরিক ক্রিয়াকলাপের বিকল্প পাবলিক স্পেস হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নতুন পাবলিক স্পেসগুলি অংশীদারিত্বের নাগরিকত্ব রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। ইউনিয়ন, এনজিও, জাতিগত সমিতি, বিক্ষোভ এবং সামাজিক আন্দোলন (মহিলাদের আন্দোলন ইত্যাদি) এবং মানুষের সম্মেলন (ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ফোরাম) এর মতো বিভিন্ন রূপে সম্মিলিত পদক্ষেপের জন্য বিশ্ব নাগরিক সমাজ তার নাগরিকদের প্রয়োজনীয় স্থান সরবরাহ করে। বিশ্ব নাগরিক সমাজ এবং ইন্টারনেট নাগরিকত্বের সীমাহীন ধারণার উত্থানে অবদান রেখেছে। ইন্টারনেট রাজনৈতিক চেতনাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে, এবং একটি নির্দিষ্ট পরিচয় তৈরি করেছে 'নেটিজেন' বা নাগরিকত্বের একটি নতুন বিপর্যয়মূলক বা ইন্টারেক্টিভ রূপ-'সাইবার-নাগরিকত্ব। এটি বিশ্বব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কথোপকথন, তথ্য বিনিময় এবং নেটওয়ার্কিংয়ের উপর ভিত্তি করে এবং এইভাবে একটি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। এটি জাতীয় সীমানা অতিক্রমকারী বিকল্প এবং প্রতিযোগিতামূলক কণ্ঠের অভিব্যক্তির জন্য গণতান্ত্রিক স্থান সরবরাহ করে (উদাহরণস্বরূপ ব্লগ, বা ফেসবুকের মতো ওয়েবসাইটগুলিতে সম্প্রদায়ের মাধ্যমে), পাশাপাশি সংস্থাগুলিকে সমালোচনামূলক বিষয়ে বিতর্ক শুরু করার জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক স্থান দেয়। ফলস্বরূপ, এই বিতর্কগুলি সমষ্টি গঠন করে এবং অনলাইন পিটিশন, অনলাইন স্বাক্ষর প্রচার এবং অনলাইন সংঘবদ্ধকরণের মাধ্যমে নতুন সংহতি গড়ে তোলে- যেমন। উড়িষ্যার একটি অলাভজনক সংস্থা বকুল ফাউন্ডেশন, যা সম্প্রদায়ের উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবাকে প্রচার করে। এটি বিশ্বজুড়ে মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ মন বা চিন্তাভাবনা এবং মিথ্যা পারস্পরিক সংহতি গঠন করেছে।

ভার্চুয়াল মাইগ্রেশন, ভার্চুয়াল সম্প্রদায় এবং অনুভূমিক যোগাযোগ: ব্লগগুলি নাগরিকত্বের ল্যান্ডস্কেপটিকে নতুন রূপ দিচ্ছে। নতুন বোঝাপড়া, অভিন্নতা, অর্থের ফ্রেম এবং এর মাধ্যমে পরিচয়গুলি ভার্চুয়াল মাইগ্রেশন এবং ভার্চুয়াল সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তৈরি হয়, এটি মানুষের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ছাড়াই। বিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী প্রতিনিধি বা মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে নয় বরং সরাসরি প্রকাশ করে। ইন্টারনেট নাগরিকদের মধ্যে অনুভূমিক যোগাযোগের লিঙ্ক তৈরি করে, এবং এইভাবে

বিদ্যমান শ্রেণিবিন্যাসকে চ্যালেঞ্জ করে। যোগাযোগের মাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ এখন ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মানুষের হাতে, এবং রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং প্রতিনিধি সংস্থাগুলির প্রতি ক্রমহ্রাসমান সম্মান (বিতরণে অক্ষমতার কারণে) একটি 'সমালোচনামূলক নাগরিকত্ব' তৈরি করছে, যেখানে নাগরিকরা সরাসরি জড়িত থাকতে চান পাবলিক ডিসকোর্স, জাতীয় পাশাপাশি গ্লোবাল। সুতরাং, রাজ্যগুলির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হ'ল গোপনীয়তা এবং তথ্যের নিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে ঐতিহ্যবাহী প্রতিনিধি গণতন্ত্রের সাথে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতার জন্য সমসাময়িক দাবির পুনর্মিলন করা।

বিশ্বায়নের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নাগরিকত্ব-সমতাবাদীরা তাদের অবস্থানের মূল প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে। নাগরিকদের মধ্যে সাম্যতা প্রাপ্য এবং স্পষ্টতই সেই নির্দিষ্ট উপায়গুলির কারণে যদিও এটি ঝুঁকিপূর্ণ। এই ধারণাকে ধরে রাখতে নাগরিকত্ব-সমতাবাদকে বিশ্বব্যাপী সুযোগের প্রেক্ষিতে কিছু সমতাবাদী নীতির সাথে পরিপূরক করা প্রয়োজন অন্যথায় একটি যুক্তি দেওয়া নাগরিকত্ব অনুশীলনের পদ্ধতিগত পুনর্গঠন হিসাবে পুনরায় কল্পনা যাতে করা যায়। এই উপায়ে, সমতাবাদী নীতির ক্ষেত্রগুলি বিশুদ্ধভাবে স্থানীয় না হয়ে বিশ্বব্যাপী বা কমপক্ষে আংশিকভাবে পরিণত হয় যা প্রদত্ত বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।